যুগান্তর

তারিখ ১২-৮ MAR ২০০৩
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে আহতদের কয়েকজন — যুগান্তর

শাবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ : আহত ১৫

সিলেট ব্যুরো

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার রাতভর ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে শাবি ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নাঈম হাসান সমর্থিত অঞ্জন, উজ্জ্বল, রাশেদ, রঞ্জিত এবং চয়ন গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ, কামরুজ্জামান খান সুইট, হাফিজুর রহমান হাফিজ সমর্থিত ১৫ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৮ জনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

সংঘর্ষ : শাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এর মধ্যে দিলারুল আসর ও আল হাসানের অবস্থা আশংকাজনক। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। শাবি প্রক্টর ও শাহপরাণ হল প্রভোস্টের উপস্থিতিতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের ভূমিকা ছিল রহস্যজনক। এ অবস্থায় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। তবে অতিরিক্ত কোন পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি। তবে ঘটনাস্থলে প্রক্টর, হল প্রভোস্ট ও নাঈম হাসান উপস্থিত, থাকলেও নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাঈম হাসান সমর্থিত গ্রুপ ও শাখার সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন গ্রুপের মধ্যে ভোর রাত পর্যন্ত কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। শাবিপ্রবি প্রক্টর ড. হিমাদ্রি শেখর রায় ছাত্রলীগের বিবদমান দুটি গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা স্বীকার করে সাংবাদিকদের জানান, ধারাল দায়ের আঘাতে ৮ জন আহত হয়। তাদের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চোখে আঘাতপ্রাপ্ত একজনের অবস্থা গুরুতর। জানা যায়, ২১ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নাঈম সমর্থিত নেতাকর্মীরা শাহপরাণ হলের প্রধান ফটক বন্ধ করে সমাবেশ করার সময় সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন গ্রুপের কুতুব আমিন হলে প্রবেশ করতে চাইলে নাঈম সমর্থিত সুলতানুল আলম সাইফুরের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে মঙ্গলবার রাত ১১টায় শাবির দুই ছাত্র হলের মধ্যে সুমন সমর্থিত আরিফ, কুতুবসহ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীর সঙ্গে নাঈম সমর্থিত সুলতানুল আলম সাইফের হাতাহাতি হয়। পরে রাত ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকে নাঈম সমর্থিত উজ্জ্বল, চয়ন, উজ্জ্বল, রাশেদ, রাসেল, বিজিৎ, রঞ্জিত, অঞ্জনের নেতৃত্বে বহিরাগতসহ ৪০-৫০ জন ছাত্রলীগ কর্মী রামদা, চাইনিজ কুড়াল, ত্রিশূলি পাইপ, হকিস্টিকসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জড়ো হয়। প্রক্টর হিমাদ্রি শেখর রায় ও শাহপরাণ হল প্রভোস্ট মজিবুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলে তাদের অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় হলে নিয়ে আসেন। পরে প্রক্টর ও প্রভোস্ট হলের অফিসে ঢুকলে নাঈম সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মীরা কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় হলে অবস্থানরত সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ, কামরুজ্জামান খান সুইট, হাফিজুর রহমান হাফিজ সমর্থিত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। হামলায় ১৫ জন আহত হয়। এর মধ্যে ছাত্রলীগ কর্মী ইংরেজি বিভাগের জুয়েল আহমদ ও আল হাসান, রসায়ন বিভাগের আবদুল্লাহ আল মামুন ও বিজু কুমার পাল, অর্থনীতি বিভাগের দিলারুল আসর, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের সুশি বড়ুয়া, লোক প্রশাসন বিভাগের হিমন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দিলদার গুরুতর আহত হয়। তারা সিলেট ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এরপর নাঈম সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মীরা শাহপরাণ হল দখল করে নেয়। অন্যদিকে অপর পক্ষ ক্যাম্পাসে রাতভর সশস্ত্র মহড়া দেয়। এদিকে বুধবার দুপুরে উভয়পক্ষের বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসের ভেতর অবস্থান নেয়। এ ঘটনায় বুধবার বিকেলে শাবি প্রক্টর অফিসে বৈঠক ডাকা হয়েছে। শাবি ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন জানান, প্রক্টরের ইন্ধনে সাধারণ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগ নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা চালায়। তিনি এ ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদের বিচার ও [illegible] গ্রেফতারের দাবি জানান। অপরদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নাঈম হাসান জানান, যে বা যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।